দশম অধ্যায়

দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, ইন্দ্র দধীচির দেহ প্রাপ্ত হলে, তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মিত হয় এবং বৃত্রাসুর ও দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

ভগবানের আদেশ অনুসারে দেবতারা দধীচি মুনির কাছে গিয়ে তাঁর দেহ ভিক্ষা করেন। দধীচি মুনি দেবতাদের কাছে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করার জন্য প্রথমে উপহাস ছলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে কুকুর বিড়ালের ভক্ষ্য অনিত্য দেহ দ্বারা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর দেহ দেবতাদের প্রদান করতে সম্মত হন। দধীচি মুনি প্রথমে পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত তাঁর স্থূল দেহ পঞ্চভূতের মূল কারণে বিলীন করে দিয়ে, তাঁর আত্মাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সংযুক্ত করে তাঁর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করেন। তখন দেবতাগণ বিশ্বকর্মার সাহায্যে দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ধারণপূর্বক দেবগণ পরিবৃত হয়ে, ঐরাবতে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে এক মহাযুদ্ধ হয়। এই সংগ্রামে অসুরেরা দেবতাদের তেজ সহ্য করতে না পেরে, তাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে পলায়ন করতে শুরু করে। বৃত্রাসুর তখন পলায়ন রত অসুরদের যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। যুদ্ধে জয়ী হলে জড় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভ হয়। এইভাবে উভয় ক্ষেত্রেই যোদ্ধার লাভ হয়।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
ইন্দ্রমেবং সমাদিশ্য ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।
পশ্যতামনিমেষাণাং তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **এবম্**—এইভাবে; **সমাদিশ্য**—উপদেশ দিয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিশ্ব-**

ভাবনঃ—সমগ্র জগতের আদি কারণ; **পশ্যতাম্ অনিমেষাণাম্**—দেবতারা যখন নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করছিলেন; **তত্র**—সেই স্থানেই; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্রকে এইভাবে আদেশ দিয়ে, সমগ্র জগতের পরম কারণ ভগবান শ্রীহরি দেবতাদের সম্মুখেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ২

তথাভিযাচিতো দেবৈর্ঋষিরাথর্বণো মহান্ ।
মোদমান উবাচেদং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ২ ॥

তথা—সেইভাবে; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ঋষিঃ**—মহান ঋষি; **আথর্বণঃ**—অথর্বা ঋষির পুত্র দধীচি; **মহান্**—মহাত্মা; **মোদমানঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **প্রহসন্**—হেসে; **ইব**—কিছু; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ , ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা অথর্বার পুত্র দধীচি মুনির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার চিত্ত এবং যখন দেবতারা তাঁর কাছে তাঁর শরীর ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি আংশিকভাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবতাদের কাছে ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ করার জন্য ঈষৎ হেসে পরিহাস ছলে তিনি এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৩

অপি বৃন্দারকা যূয়ং ন জানীথ শরীরিণাম্ ।
সংস্থায়াং যস্ত্বভিদ্রোহো দুঃসহশ্চেতনাপহঃ ॥ ৩ ॥

অপি—যদিও; **বৃন্দারকাঃ**—হে দেবতাগণ; **যূয়ম্**—আপনারা; **ন জানীথ**—জানেন না; **শরীরিণাম্**—জড় শরীরধারীদের; **সংস্থায়াম্**—মৃত্যুর সময় অথবা দেহত্যাগ করার সময়; **যঃ**—যা; **তু**—তখন; **অভিদ্রোহঃ**—তীব্র বেদনা; **দুঃসহঃ**—অসহ্য; **চেতনা**—চেতনা; **অপহঃ**—অপহরণকারী।

অনুবাদ

হে দেবগণ, দেহধারী জীবেদের মৃত্যুর সময় চেতনা অপহরণকারী যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তা কি আপনারা জানেন না?

শ্লোক ৪

জিজীবিষূণাং জীবানামাত্মা প্রেষ্ঠ ইহেপ্সিতঃ ।
ক উৎসহেত তং দাতুং ভিক্ষমাণায় বিষ্ণবে ॥ ৪ ॥

জিজীবিষূণাম্—বেঁচে থাকার অভিলাষী; **জীবানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **আত্মা**—দেহ; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ইহ**—এখানে; **ঈপ্সিতঃ**—বাঞ্ছিত; **কঃ**—কে; **উৎসহেত**—সহ্য করতে পারে; **তম্**—সেই শরীর; **দাতুম্**—দান করতে; **ভিক্ষমাণায়**—ভিক্ষা করার জন্য; **বিষ্ণবে**—এমন কি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে।

অনুবাদ

এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই তার জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনায় প্রতিটি জীব সর্বতোভাবে, এমন কি তার সর্বস্ব উৎসর্গ করেও তার দেহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। সুতরাং বিষ্ণুও যদি তা প্রার্থনা করেন, তা হলেও কে সেই দেহ দান করতে সম্মত হবে?

তাৎপর্য

কথিত আছে, *আত্মানং সর্বতো রক্ষেৎ ততো ধর্মং ততো ধনম্*—সর্বতোভাবে নিজের দেহ রক্ষা করা উচিত; তারপর ধর্ম রক্ষা করা উচিত এবং তারপর ধন। সেটিই সমস্ত জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বলপূর্বক হরণ করে না নেওয়া পর্যন্ত কেউই তার দেহ ত্যাগ করতে চায় না। যদিও দেবতারা দধীচিকে বলেছিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে তাঁরা তাঁদের লাভের জন্য দধীচির দেহ ভিক্ষা করছেন, তবু দধীচি পরিহাস ছলে তাঁদের তাঁর দেহ দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীদেবা ঊচুঃ

কিং নু তদ্ দুস্ত্যজং ব্রহ্মন্ পুংসাং ভূতানুকম্পিনাম্ ।
ভবদ্বিধানাং মহতাং পুণ্যশ্লোকেড্যকর্মণাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ—দেবতারা বললেন; **কিম্**—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা কঠিন; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **পুংসাম্**—ব্যক্তিদের; **ভূত-অনুকম্পিনাম্**—যাঁরা দুর্দশাগ্রস্ত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ; **ভবৎ-বিধানাম্**—আপনার মতো; **মহতাম্**—অত্যন্ত মহান; **পুণ্য-শ্লোক-ঈড্য-কর্মণাম্**—মহাত্মারা যাঁদের পুণ্যকর্মের প্রশংসা করেন।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে মহান ব্রাহ্মণ, আপনার মতো পুণ্যবান ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তাঁরা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। অন্যের মঙ্গলের জন্য এই প্রকার পুণ্যবান মহাত্মা কি না দান করতে পারেন? তাঁরা সব কিছু এমন কি তাঁদের দেহ পর্যন্ত দান করতে পারেন।

শ্লোক ৬

নূনং স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরসঙ্কটম্ ।
যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **স্ব-অর্থ-পরঃ**—এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই কেবল আগ্রহী; **লোকঃ**—সাধারণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **পর-সঙ্কটম্**—অন্যের বেদনা; **যদি**—যদি; **বেদ**—জানে; **ন**—না; **যাচেত**—ভিক্ষা করবে; **ন**—না; **ইতি**—এই প্রকার; **ন আহ**—বলে না; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বরঃ**—দান করতে সমর্থ।

অনুবাদ

অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পরের ক্লেশ বুঝতে না পেরে তাদের কাছে ভিক্ষা করে। কিন্তু প্রার্থনাকারী যদি দাতার ক্লেশ বুঝতে পারে, তা হলে সে তার কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করবে না। তেমনই প্রার্থনাকারীর ক্লেশ বুঝতে না পারার ফলেই দান করতে সমর্থ ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা না হলে তিনি প্রার্থনাকারীকে কোন কিছু দান করতে অস্বীকার করতে পারতেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুই প্রকার ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি দান করেন এবং যিনি ভিক্ষা করেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সঙ্কটাপন্ন, তার কাছে ভিক্ষা করা উচিত নয়। তেমনই, যে ব্যক্তি দান করতে সমর্থ, তার দান দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়।

এইগুলি শাস্ত্রের নৈতিক উপদেশ। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, *সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি*—এই সংসারে সব কিছুই বিনাশশীল, এবং তাই সৎ উদ্দেশ্যে প্রতিটি বস্তুর উপযোগ করা উচিত। কেউ যদি জ্ঞানী হন, তা হলে মহৎ উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তু উৎসর্গ করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। বর্তমান সময়ে ঈশ্বরবিহীন সভ্যতার প্রভাবে, সারা বিশ্বে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বহু জ্ঞানবান মহাত্মার প্রয়োজন, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবৎ-চেতনার পুনঃজাগরণের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাই আমরা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ এবং স্ত্রীদের আহ্বান করি, তাঁরা যেন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করে, ভগবৎ-চেতনার পুনঃ অভ্যুত্থানের জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ৭

শ্রীঋষিরুবাচ

ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ ।
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি দধীচি বললেন; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **বঃ**—আপনাদের কাছে; **শ্রোতু-কামেন**—শ্রবণ করার বাসনায়; **যূয়ম্**—আপনাদের; **মে**—আমি; **প্রত্যুদাহৃতাঃ**—বিপরীতভাবে উত্তর দিয়েছিলাম; **এষঃ**—এই; **বঃ**—আপনাদের জন্য; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **আত্মানম্**—শরীর; **ত্যজন্তম্**—আজ হোক অথবা কাল হোক, আমাকে ত্যাগ করতেই হবে; **সংত্যজামি**—ত্যাগ করছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

মহর্ষি দধীচি বললেন—আপনাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব শ্রবণ করার জন্যই আমি আমার দেহ আপনাদের দান করতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন, তা অতি প্রিয় হলেও যে দেহ একদিন না একদিন আমাকে ত্যাগ করতেই হবে, তা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করছি।

শ্লোক ৮

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্ ।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥ ৮ ॥

যঃ—যিনি; **অধ্রুবেণ**—অনিত্য; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **নাথাঃ**—হে প্রভুগণ; **ন**—না; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ন**—না; **যশঃ**—যশ; **পুমান্**—পুরুষ; **ঈহেত**—প্রচেষ্টা করে; **ভূত-দয়য়া**—জীবেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **শোচ্যঃ**—শোচনীয়; **স্থাবরৈঃ**—স্থাবর জীবেদের দ্বারা; **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, যে পুরুষ জীবেদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই অনিত্য দেহের দ্বারা ধর্ম এবং যশ অর্জনের চেষ্টা করে না, সেই ব্যক্তি স্থাবর প্রাণীদের চেয়েও শোচনীয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীগণ এক অতি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৪) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ্যসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

"আমরা ভগবানের চরণারবিন্দে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, সর্বদা যাঁর ধ্যান করা কর্তব্য। স্বর্গের দেবতারাও যাঁর পূজা করেন, সেই নিত্যসঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মায়াচ্ছন্ন জীবেদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন।" সন্ন্যাস গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে সামাজিকভাবে আত্মহত্যা করা। কিন্তু এই সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা অন্ততপক্ষে প্রতিটি ব্রাহ্মণের, প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর মানুষের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী এবং তাঁর মাতা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সমন্বিত গার্হস্থ্য জীবন এতই সুন্দর ছিল যে, স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত তাঁদের গৃহে সেই প্রকার সুখ আশা করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর সমস্ত বদ্ধ জীবেদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাসীরূপে তিনি সমস্ত দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করেছিলেন। তেমনই, তাঁর শিষ্য ষড়্গোস্বামীগণ ছিলেন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ মন্ত্রী

এবং রাজপুত্রের মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত, কিন্তু তাঁরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে যোগদান করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য গেয়েছেন—

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।

এই গোস্বামীগণ ছিলেন মন্ত্রী, জমিদার এবং মহাপণ্ডিত, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই সুখের জীবন পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর অধঃপতিত মানুষদের কৃপা প্রদর্শন করার জন্য (*দীনগণেশকৌ করুণয়া*) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা কৌপীন এবং কন্থা ধারণপূর্বক ভিক্ষুকের জীবন অবলম্বন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে বৃন্দাবনের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন।

তেমনই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই জড় জগতে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পরিত্যাগ করে, অধঃপতিত জীবেদের উন্নতি সাধনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা। *ভূতদয়য়া, মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতম্* এবং *দীনগণেশকৌ করুণয়া* —এই শব্দগুলির অর্থ একই। যারা মানব-সমাজের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই শব্দগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ষড়্গোস্বামী, দধীচি আদি মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা মানুষের কর্তব্য। অনিত্য দেহসুখের জন্য জীবনের বৃথা অপচয় না করে, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। এই দেহটি একদিন না একদিন নষ্ট হয়ে যাবেই। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম-প্রচারের মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা উৎসর্গ করা উচিত।

শ্লোক ৯

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি ॥ ৯ ॥

এতাবান্—এতখানি; **অব্যয়ঃ**—অবিনশ্বর; **ধর্মঃ**—ধর্মতত্ত্ব; **পুণ্য-শ্লোকৈঃ**—পুণ্যবান বলে যাঁরা বিখ্যাত, সেই যশস্বী ব্যক্তিদের দ্বারা; **উপাসিতঃ**—মান্য; **যঃ**—যা; **ভূত**—জীবেদের; **শোক**—দুঃখের দ্বারা; **হর্ষাভ্যাম্**—এবং সুখের দ্বারা; **আত্মা**—মন; **শোচতি**—অনুতাপ করে; **হৃষ্যতি**—সুখ অনুভব করে।

অনুবাদ

কেউ যদি অন্য জীবের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন এবং তাদের সুখ দর্শন করে সুখী হন, তাঁর ধর্মই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণ অক্ষয় ধর্ম বলে উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

জীব জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে প্রাপ্ত দেহ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ধর্ম পালন করে। এই শ্লোকে কিন্তু প্রকৃত ধর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যেকের কর্তব্য পরদুঃখে দুঃখী হওয়া এবং পরসুখে সুখী হওয়া। *আত্মবৎ সর্বভূতেষু*—মানুষের কর্তব্য অন্যের সুখ এবং দুঃখকে তার নিজের সুখ এবং দুঃখ বলে অনুভব করা। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই বৌদ্ধধর্মের অহিংসা নীতি প্রতিষ্ঠিত—*অহিংসা পরমো ধর্ম*। কেউ যখন আমাদের পীড়ন করে, তখন আমরা বেদনা অনুভব করি, এবং তাই অন্য জীবকে কখনও ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য ছিল অনর্থক পশুহত্যা বন্ধ করা, তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, অহিংসা হচ্ছে পরম ধর্ম।

পশুহত্যা এবং ধর্ম আচরণ এক সঙ্গে চলতে পারে না। যদি তা হয়, তা হলে তা সব চাইতে বড় কপটতা। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, "হত্যা করো না," কিন্তু কপটেরা হাজার হাজার কসাইখানা খুলে যিশুখ্রিস্টের অনুগামী সাজার ভণ্ডামি করছে। এই শ্লোকে সেই প্রকার ভণ্ডামিকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। পরসুখে সুখী এবং পরদুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত। সেই নীতিই অনুসরণীয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ে তথাকথিত লোকহিতৈষী এবং মানবতাবাদীরা অসহায় প্রাণীদের জীবনের বিনিময়ে মানব-সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অভিনয় করছে। এখানে তার সমর্থন করা হয়নি। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীবের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া উচিত। মানুষ, পশু, বৃক্ষলতা নির্বিশেষে সমস্ত জীবই ভগবানের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।" জীবের বিভিন্ন রূপ কেবল তার বাহ্য আবরণ। প্রতিটি জীবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, চিন্ময় আত্মা। তাই কেবল এক প্রকার জীবের প্রতি পক্ষপাত করা উচিত নয়। বৈষ্ণব সমস্ত জীবকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮ এবং ১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর, ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।"

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" তাই বৈষ্ণব হচ্ছেন প্রকৃত আদর্শ ব্যক্তি, কারণ তিনি পরদুঃখে দুঃখী এবং পরসুখে সুখী। তাই এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা দর্শন করে তিনি সর্বদা দুঃখিত হন। তাই বৈষ্ণব সর্বদা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে ব্যস্ত থাকেন।

শ্লোক ১০

অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ ১০ ॥

অহো—আহা; **দৈন্যম্**—দীন অবস্থা; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—কষ্ট; **পারক্যৈঃ**—যা মৃত্যুর পর কুকুর ও বিড়ালের ভক্ষ্য; **ক্ষণ-ভঙ্গুরৈঃ**—ক্ষণস্থায়ী; **যৎ**—যেহেতু; **ন**—না; **উপকুর্যাৎ**—উপকার হবে; **অ-স্ব-অর্থৈঃ**—নিজের স্বার্থের জন্য নয়; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **স্ব**—তার সম্পদের দ্বারা; **জ্ঞাতি**—আত্মীয়স্বজন; **বিগ্রহৈঃ**—এবং তার দেহ।

অনুবাদ

এই ক্ষণস্থায়ী দেহ যা কুকুর শিয়ালের ভক্ষ্য এবং যার দ্বারা নিজের আত্মার কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই দেহের ধন-সম্পদ এবং তার আত্মীয়স্বজন দিয়ে যদি পরের উপকার করা না যায়, তা হলে সেই সকল কেবল দুঃখ-দুর্দশা ভোগেরই কারণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/২২/৩৫) সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহীনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥

"প্রতিটি জীবের কর্তব্য তার জীবন, ধন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা অন্যের উপকার করা।" সেটিই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। নিজের দেহ এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেহ আর নিজের ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, তা সব কিছু পরের উপকারে নিয়োগ করা উচিত। সেটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি লীলা* ৯/৪১) বলা হয়েছে—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

উপকুর্যাৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পর-উপকার। মানব-সমাজে অবশ্য বহু পর-উপকারী সঙ্ঘ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তথাকথিত লোকহিতৈষীরা জানে না যে, কিভাবে পরের উপকার করতে হয়, তাই তাদের সেই পর-উপকারের চেষ্টা কার্যকরী হচ্ছে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে কি (*শ্রেয় আচরণম্*) তা তারা জানে না। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। সমস্ত লোকহিতৈষী এবং মানবতাবাদী কার্যকলাপ যদি জীবনের এই পরম লক্ষ্য—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সাধিত হত, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ যথার্থই সার্থক হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মানবহিতৈষী কার্য সম্পূর্ণরূপে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে সেই সমস্ত কার্যকলাপের কোন মূল্য নেই।

শ্লোক ১১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ
এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ঙাথর্বণস্তনুম্ ।
পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ঞ্জহৌ ॥ ১১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-ব্যবসিতঃ**—কি করা কর্তব্য তা স্থির করে (দেবতাদের তাঁর শরীর দান করতে);

দধ্যঙ্—দধীচি মুনি; **আথর্বণঃ**—অথর্বার পুত্র; **তনুম্**—তাঁর দেহ; **পরে**—পরম; **ভগবতি**—ভগবানকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্ম; **আত্মানম্**—স্বয়ং (আত্মা); **সন্নয়ন্**—নিবেদন করে; **জহৌ**—পরিত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অথর্বানন্দন দধীচি মুনি এইভাবে দেবতাদের সেবায় তাঁর দেহ উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর আত্মাকে স্থাপন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্ শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, দধীচি মুনি তাঁর আত্মাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের (১/১৩/৫৫) ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দেহের পঞ্চভূতকে ক্রমে ক্রমে তাদের কারণে নিযুক্ত করে, অহঙ্কারকে তার কারণ মহত্তত্ত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর মহত্তত্ত্বকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত করে, ক্রমে জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করেছিলেন। তার দৃষ্টান্ত যেমন—ঘট ভগ্ন হলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে পরিণত হয়, তেমনই দেহরূপ উপাধি বিনষ্ট হলে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। মায়াবাদীরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনাটির কদর্থ করে। তাই শ্রীরামানুজাচার্য তাঁর *বেদান্ত-তত্ত্বসারে* বর্ণনা করেছেন যে, আত্মার লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটটি জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত জড় দেহটি থেকে পৃথক হয়ে আত্মা তার নিত্য স্বরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*)। জড় উপাদানের জড় কারণে জড় দেহ লীন হয়ে যায় এবং আত্মা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

শ্লোক ১২

যতাক্ষাসুমনোবুদ্ধিস্তত্ত্বদৃগ্ ধ্বস্তবন্ধনঃ ।
আস্থিতঃ পরমং যোগং ন দেহং বুবুধে গতম্ ॥ ১২ ॥

যত—সংযত; **অক্ষ**—ইন্দ্রিয়; **অসু**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তত্ত্ব-দৃক্**—জড় এবং চিৎ-শক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত; **ধ্বস্ত-বন্ধনঃ**—বন্ধনমুক্ত; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে; **পরমম্**—পরম; **যোগম্**—ধ্যানমগ্ন, সমাধি; **ন**—না; **দেহম্**—জড় দেহ; **বুবুধে**—অনুভূত; **গতম্**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

দধীচি মুনি তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত জড় বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর আত্মা যে তাঁর দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেননি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/৫) ভগবান বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

"মৃত্যুর সময় যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই অবশ্য ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করা কর্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সমাধিমগ্ন হয়ে, সিদ্ধ যোগী অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত দেহত্যাগ করেন। তাঁর জড় দেহ যে তাঁর আত্মা থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করেন না; তাঁর আত্মা তৎক্ষণাৎ চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হয়। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—আত্মা আর পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না, তা তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। এই ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা, যে সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে সর্বদা আমাকে স্মরণ করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্তিযোগী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাই তিনি দেহত্যাগ করার সময় কোন রকম মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব না করে, অনায়াসে তাঁর প্রকৃত আলয় কৃষ্ণলোকে ফিরে যান।

শ্লোক ১৩-১৪

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ।
মুনেঃ শক্তিভিরুৎসিক্তো ভগবত্তেজসান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
বৃতো দেবগণৈঃ সর্বৈর্গজেন্দ্রোপর্যশোভত ।
স্তূয়মানো মুনিগণৈস্ত্রৈলোক্যং হর্ষয়ন্নিব ॥ ১৪ ॥

অথ—তারপর; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বজ্রম্**—বজ্র; **উদ্যম্য**—ধারণ করে; **নির্মিতম্**—নির্মিত; **বিশ্বকর্মণা**—বিশ্বকর্মার দ্বারা; **মুনেঃ**—দধীচি মুনির; **শক্তিভিঃ**—শক্তির দ্বারা; **উৎসিক্তঃ**—পরিপূর্ণ; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তেজসা**—আধ্যাত্মিক বলের দ্বারা; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত হয়ে; **বৃতঃ**—পরিবৃত; **দেব-গণৈঃ**—অন্যান্য দেবগণের দ্বারা; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গজেন্দ্র**—তাঁর বাহন হস্তীর; **উপরি**—পিঠের উপর; **অশোভত**—শোভিত হয়েছিলেন; **স্তূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **মুনি-গণৈঃ**—মুনিদের দ্বারা; **ত্রৈলোক্যম্**—ত্রিভুবনের; **হর্ষয়ন্**—হর্ষ উৎপাদন করে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্মার নির্মিত বজ্র ধারণ করেছিলেন। দধীচি মুনির শক্তির দ্বারা শক্তিমান ও ভগবানের তেজে তেজীয়ান হয়ে এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যখন ঐরাবতে আরোহণ করেছিলেন, তখন মুনিরা তাঁর স্তব করছিলেন। এইভাবে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করে বৃত্রাসুরকে বধ করতে যাচ্ছিলেন।

শ্লোক ১৫

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছত্রুমসুরানীকযূথপৈঃ ।
পর্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্তকম্ ॥ ১৫ ॥

বৃত্রম্—বৃত্রাসুর; **অভ্যদ্রবৎ**—আক্রমণ করেছিলেন; **শত্রুম্**—শত্রুকে; **অসুর-অনীক-যূথপৈঃ**—অসুর সেনাপতিদের দ্বারা; **পর্যস্তম্**—পরিবৃত; **ওজসা**—অত্যন্ত বেগে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ক্রুদ্ধঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **রুদ্রঃ**—শিবের অবতার; **ইব**—সদৃশ; **অন্তকম্**—অন্তক অথবা যমরাজ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রুদ্র যেমন অন্তকের প্রতি (যমরাজের প্রতি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর সেনাপতি পরিবৃত বৃত্রাসুরের দিকে বেগে ধাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

ততঃ সুরাণামসুরৈ রণঃ পরমদারুণঃ ।
ত্রেতামুখে নর্মদায়ামভবৎ প্রথমে যুগে ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; **সুরাণাম্**—দেবতাদের; **অসুরৈঃ**—অসুরদের সঙ্গে; **রণঃ**—মহাযুদ্ধে; **পরম-দারুণঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ত্রেতা-মুখে**—ত্রেতাযুগের শুরুতে; **নর্মদায়াম্**—নর্মদা নদীর তীরে; **অভবৎ**—হয়েছিল; **প্রথমে**—প্রথমে; **যুগে**—যুগ।

অনুবাদ

তারপর সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্মদা নদীর তীরে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে যে নর্মদা নদীর উল্লেখ করা হয়েছে তা ভারতবর্ষের নর্মদা নদী নয়। ভারতে পাঁচটি পবিত্র নদী—গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী এবং কৃষ্ণা হচ্ছে দিব্য নদী। গঙ্গার মতো নর্মদাও স্বর্গে প্রবাহিত হচ্ছে। অসুর এবং দেবতাদের এই সংগ্রাম হয়েছিল স্বর্গলোকে।

প্রথমে যুগে বলতে 'প্রথম চতুর্যুগের শুরুতে' বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের শুরুতে। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা প্রত্যেকে ৭১ চতুর্যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই এক চতুর্যুগে এক দিব্য যুগ হয়। আমরা এখন বৈবস্বত মন্বন্তরে রয়েছি, যার কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে (*ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ /বিবস্বান্মনবে প্রাহ*)। আমরা এখন বৈবস্বত মনুর অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে রয়েছি, কিন্তু এই সংগ্রাম হয়েছিল বৈবস্বত মনুর প্রথম চতুর্যুগের শুরুতে। এই যুদ্ধ কবে হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিচার গণনা করে স্থির করা যায়। যেহেতু ৪৩,২০,০০০ বছরে এক চতুর্যুগ এবং এখন অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ চলছে, অতএব প্রায় ১২,০৪,০০,০০০ বছর পূর্বে নর্মদা নদীর তীরে সেই যুদ্ধ হয়েছিল।

শ্লোক ১৭-১৮

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং পিতৃবহ্নিভিঃ ।
মরুদ্ভির্ঋভুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবৈর্মরুৎপতিম্ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া ।
নামৃষ্যন্নসুরা রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥ ১৮ ॥

রুদ্রৈঃ—রুদ্রগণ দ্বারা; **বসুভিঃ**—বসুদের দ্বারা; **আদিত্যৈঃ**—আদিত্যগণ দ্বারা; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা; **পিতৃ**—পিতৃগণ দ্বারা; **বহ্নিভিঃ**—বহ্নিগণ দ্বারা; **মরুদ্ভিঃ**—মরুৎগণ দ্বারা; **ঋভুভিঃ**—ঋভুগণ দ্বারা; **সাধ্যৈঃ**—সাধ্যগণ দ্বারা; **বিশ্বে-দেবৈঃ**—বিশ্বদেবগণ দ্বারা; **মরুৎ-পতিম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বজ্র-ধরম্**—বজ্র ধারণ করে; **শক্রম্**—ইন্দ্রের আর এক নাম; **রোচমানম্**—শোভমান; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **ন**—না; **অমৃষ্যন্**—সহ্য করেছিলেন; **অসুরাঃ**—অসুরগণ; **রাজন্**— হে রাজন্; **মৃধে**—যুদ্ধে; **বৃত্র-পুরঃসরাঃ**—বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে।

অনুবাদ

হে রাজন্, বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে সমস্ত অসুরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎগণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ পরিবৃত বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখে তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না।

শ্লোক ১৯-২২

নমুচিঃ শম্বরোঽনর্বা দ্বিমূর্ধা ঋষভোঽসুরঃ ।
হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরা বিপ্রচিত্তিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
পুলোমা বৃষপর্বা চ প্রহেতির্হেতিরুৎকলঃ ।
দৈতেয়া দানবা যক্ষা রক্ষাংসি চ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥
সুমালিমালিপ্রমুখাঃ কার্তস্বরপরিচ্ছদাঃ ।
প্রতিষিধ্যেন্দ্রসেনাগ্রং মৃত্যোরপি দুরাসদম্ ॥ ২১ ॥
অভ্যর্দয়ন্নসংভ্রান্তাঃ সিংহনাদেন দুর্মদাঃ ।
গদাভিঃ পরিঘৈর্বাণৈঃ প্রাসমুদ্গরতোমরৈঃ ॥ ২২ ॥

নমুচিঃ—নমুচি; **শম্বরঃ**—শম্বর; **অনর্বা**—অনর্বা; **দ্বিমূর্ধা**—দ্বিমূর্ধা; **ঋষভঃ**—ঋষভ; **অসুরঃ**—অসুর; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব; **শঙ্কুশিরাঃ**—শঙ্কুশিরা; **বিপ্রচিত্তিঃ**—বিপ্রচিত্তি; **অয়োমুখঃ**—অয়োমুখ; **পুলোমা**—পুলোমা; **বৃষপর্বা**—বৃষপর্বা; **চ**—ও; **প্রহেতিঃ**—প্রহেতি; **হেতিঃ**—হেতি; **উৎকলঃ**—উৎকল; **দৈতেয়াঃ**—দৈত্যগণ; **দানবাঃ**—দানবগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসগণ; **চ**—এবং; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **সুমালি-মালি-প্রমুখাঃ**—সুমালি এবং মালি প্রমুখ অন্যান্য অসুরেরা; **কার্তস্বর**—সোনার; **পরিচ্ছদাঃ**—পরিচ্ছদে ভূষিত; **প্রতিষিধ্য**—পিছনে রেখে; **ইন্দ্র-সেনা-অগ্রম্**—ইন্দ্র-সেনানীর সম্মুখে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর জন্য; **অপি**—ও; **দুরাসদম্**—দুর্ধর্ষ; **অভ্যর্দয়ন্**—পীড়িত; **অসংভ্রান্তাঃ**—নির্ভীক; **সিংহ-নাদেন**—সিংহের মতো গর্জন করে; **দুর্মদাঃ**—ভয়ঙ্কর; **গদাভিঃ**—গদার দ্বারা; **পরিঘৈঃ**—পরিঘের দ্বারা; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **প্রাস-মুদ্গর-তোমরৈঃ**—প্রাস, মুদ্গর এবং তোমরের দ্বারা।

অনুবাদ

স্বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল, এবং অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হাজার হাজার দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালি প্রমুখ দুর্দান্ত অসুরেরা সিংহের মতো গর্জন করতে করতে গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের নিপীড়িত করতে লাগল।

শ্লোক ২৩

শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ খড়্গৈঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
সর্বতোঽবাকিরন্ শস্ত্রৈরস্ত্রৈশ্চ বিবুধর্ষভান্ ॥ ২৩ ॥

শূলৈঃ—বর্শার দ্বারা; **পরশ্বধৈঃ**—কুঠারের দ্বারা; **খড়্গৈঃ**—তরবারির দ্বারা; **শতঘ্নীভিঃ**—শতঘ্নীর দ্বারা; **ভুশুণ্ডিভিঃ**—ভুশুণ্ডির দ্বারা; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **অবাকিরন্**—বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল; **শস্ত্রৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **অস্ত্রৈঃ**—বাণের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবুধ-ঋষভান্**—প্রধান দেবতাদের।

অনুবাদ

শূল, কুঠার, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অসুরেরা বিভিন্ন দেবতাদের আক্রমণ করেছিল এবং দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল।

শ্লোক ২৪

ন তেঽদৃশ্যন্ত সংছন্নাঃ শরজালৈঃ সমন্ততঃ ।
পুঙ্খানুপুঙ্খপতিতৈর্জ্যোতীংষীব নভোঘনৈঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **অদৃশ্যন্ত**—অদৃশ্য হয়েছিল; **সংছন্নাঃ**—সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে; **শর-জালৈঃ**—বাণের জালের দ্বারা; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **পুঙ্খানুপুঙ্খ**—এক শরের পর আর এক শর; **পতিতৈঃ**—পতিত; **জ্যোতীংষি ইব**—আকাশের তারার মতো; **নভঃ-ঘনৈঃ**—ঘন মেঘের দ্বারা।

অনুবাদ

আকাশে ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত তারকারাজি যেমন দেখা যায় না, তেমনই চতুর্দিকে একের পর এক নিক্ষিপ্ত শরের জালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দেবতাদের দেখা যাচ্ছিল না।

শ্লোক ২৫

ন তে শস্ত্রাস্ত্রবর্ষৌঘা হ্যাসেদুঃ সুরসৈনিকান্ ।
ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা ॥ ২৫ ॥

ন—না; **তে**—সেই সমস্ত; **শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষ-ওঘাঃ**—শর এবং অন্যান্য অস্ত্রের বর্ষণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আসেদুঃ**—প্রাপ্ত; **সুর-সৈনিকান্**—দেবসৈন্যগণ; **ছিন্নাঃ**—ছিন্ন; **সিদ্ধ-পথে**—আকাশে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **লঘু-হস্তৈঃ**—ক্ষিপ্রহস্ত; **সহস্রধা**—হাজার হাজার খণ্ডে।

অনুবাদ

দেবসৈন্যদের সংহার করার উদ্দেশ্যে অসুরদের সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ দেবতারা ক্ষিপ্রহস্তে আকাশমার্গেই সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহস্র খণ্ডে ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অথ ক্ষীণাস্ত্রশস্ত্রৌঘা গিরিশৃঙ্গদ্রুমোপলৈঃ ।
অভ্যবর্ষন্ সুরবলং চিচ্ছিদুস্তাংশ্চ পূর্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অথ—তারপর; **ক্ষীণ**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে; **অস্ত্র**—মন্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ; **শস্ত্র**—শস্ত্র; **ওঘাঃ**—সমূহ; **গিরি**—পর্বতের; **শৃঙ্গ**—চূড়া; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **উপলৈঃ**—পাথর; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিল; **সুর-বলম্**—দেবসৈন্যদের উপর; **চিচ্ছিদুঃ**—খণ্ড খণ্ড করেছিল; **তান্**—তাদের; **চ**—এবং; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

অসুরদের মন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায়, তারা পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ এবং পাথর দেবসৈন্যদের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু দেবতারা এতই শক্তিশালী এবং দক্ষ ছিলেন যে, তাঁরা সেগুলি আকাশমার্গেই পূর্বের মতো খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তানক্ষতান্ স্বস্তিমতো নিশাম্য
শস্ত্রাস্ত্রপূগৈরথ বৃত্রনাথাঃ ।
দ্রুমৈর্দৃষদ্ভির্বিবিধাদ্রিশৃঙ্গৈ-
রবিক্ষতাংস্তত্রসুরিন্দ্রসৈনিকান্ ॥ ২৭ ॥

তান্—তাঁদের (দেবসৈনিকদের); **অক্ষতান্**—অক্ষত; **স্বস্তি-মতঃ**—অত্যন্ত সুস্থ; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **শস্ত্র-অস্ত্র-পূগৈঃ**—অস্ত্রশস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারা; **অথ**—তারপর; **বৃত্র-নাথাঃ**—বৃত্রাসুরের সৈন্যগণ; **দ্রুমৈঃ**—বৃক্ষের দ্বারা; **দৃষদ্ভিঃ**—পাথরের দ্বারা; **বিবিধ**—অনেক; **অদ্রি**—পর্বতের; **শৃঙ্গৈঃ**—শিখরের দ্বারা; **অবিক্ষতান্**—অক্ষত; **তত্রসুঃ**—ভীত হয়েছিল; **ইন্দ্র-সৈনিকান্**—ইন্দ্রের সৈন্যগণ।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের অসুর-সৈন্যেরা যখন দেখল যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার এবং বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ ও পাথর বর্ষণের ফলেও ইন্দ্রের সৈন্যরা অক্ষত রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

সর্বে প্রয়াসা অভবন্ বিমোঘাঃ
কৃতাঃ কৃতা দেবগণেষু দৈত্যৈঃ ।
কৃষ্ণানুকূলেষু যথা মহৎসু
ক্ষুদ্রৈঃ প্রযুক্তা উষতী রূক্ষবাচঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বে—সমস্ত; **প্রয়াসাঃ**—প্রয়াস; **অভবন্**—হয়েছিল; **বিমোঘাঃ**—নিষ্ফল; **কৃতাঃ**—অনুষ্ঠিত; **কৃতাঃ**—পুনরায় অনুষ্ঠিত; **দেব-গণেষু**—দেবতাদের; **দৈত্যৈঃ**—অসুরদের দ্বারা; **কৃষ্ণ-অনুকূলেষু**—কৃষ্ণের দ্বারা সর্বদা রক্ষিত; **যথা**—যেমন; **মহৎসু**—বৈষ্ণবদের; **ক্ষুদ্রৈঃ**—তুচ্ছ ব্যক্তিদের দ্বারা; **প্রযুক্তাঃ**—ব্যবহৃত; **উষতীঃ**—প্রতিকূল; **রূক্ষ**—কঠোর; **বাচঃ**—বাক্য।

অনুবাদ

নিচ ব্যক্তি যেমন মহৎ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করলে তা মহৎ ব্যক্তিকে বিচলিত করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে যে, শকুনের শাপে গরু মরে না। তেমনই, কৃষ্ণভক্তদের বিরুদ্ধে আসুরিক ব্যক্তিদের অভিযোগ কখনও কার্যকরী হয় না। দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাই তাঁদের প্রতি অসুরদের অভিশাপ নিষ্ফল হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

তে স্বপ্রয়াসং বিতথং নিরীক্ষ্য
হরাবভক্তা হতযুদ্ধদর্পাঃ ।
পলায়নায়াজিমুখে বিসৃজ্য
পতিং মনস্তে দধুরাত্তসারাঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা (অসুরেরা); **স্ব-প্রয়াসম্**—তাদের প্রচেষ্টা; **বিতথম্**—নিষ্ফল; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **হরৌ অভক্তাঃ**—ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা; **হত**—পরাজিত; **যুদ্ধ-দর্পাঃ**—তাদের যুদ্ধ করার গর্ব; **পলায়নায়**—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার জন্য; **আজি-মুখে**—যুদ্ধের শুরুতে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **পতিম্**—তাদের সেনাপতি বৃত্রাসুরকে; **মনঃ**—তাদের মন; **তে**—তারা সকলে; **দধুঃ**—দিয়েছিল; **আত্তসারাঃ**—যাদের বল অপহৃত হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা যখন দেখল যে, তাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের যুদ্ধ করার গর্ব খর্ব হয়েছিল। যুদ্ধের আরম্ভেই তাদের সেনাপতিকে

পরিত্যাগ করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে মনস্থ করেছিল, কারণ তাদের শত্রুরা তাদের সমস্ত বল অপহরণ করে নিয়েছিল।

শ্লোক ৩০

বৃত্রোঽসুরাংস্তাননুগান্ মনস্বী
প্রধাবতঃ প্রেক্ষ্য বভাষ এতৎ ।
পলায়িতং প্রেক্ষ্য বলং চ ভগ্নং
ভয়েন তীব্রেণ বিহস্য বীরঃ ॥ ৩০ ॥

বৃত্রঃ—অসুর সেনাপতি বৃত্রাসুর; **অসুরান্**—অসুরদের; **তান্**—তাদের; **অনুগান্**—তার অনুগামীদের; **মনস্বী**—উদার চিত্ত; **প্রধাবতঃ**—পলায়ন করতে; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বভাষ**—বলেছিলেন; **এতৎ**—এই; **পলায়িতম্**—পলায়নরত; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন করে; **বলম্**—সৈন্য; **চ**—এবং; **ভগ্নম্**—ভগ্ন; **ভয়েন**—ভয়ে; **তীব্রেণ**—তীব্র; **বিহস্য**—হেসে; **বীরঃ**—মহাবীর।

অনুবাদ

নিজ সেনাবাহিনী ভগ্ন হতে দেখে, এমন কি যারা বীর বলে প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে দেখে, উদার চিত্ত মহাবীর বৃত্রাসুর হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৩১

কালোপপন্নাং রুচিরাং মনস্বিনাং
জগাদ বাচং পুরুষপ্রবীরঃ ।
হে বিপ্রচিত্তে নমুচে পুলোমন্
ময়ানর্বঞ্ছম্বর মে শৃণুধ্বম্ ॥ ৩১ ॥

কাল-উপপন্নাম্—কাল এবং পরিস্থিতির উপযুক্ত; **রুচিরাম্**—অতি সুন্দর; **মনস্বিনাম্**—মহান গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের; **জগাদ**—বলেছিলেন; **বাচম্**—বাক্য; **পুরুষ-প্রবীরঃ**—পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর; **হে**—হে; **বিপ্রচিত্তে**—হে বিপ্রচিত্তি; **নমুচে**—হে নমুচি; **পুলোমন্**—হে পুলোমা; **ময়**—হে ময়; **অনর্বন্**—হে অনর্বা; **শম্বর**—হে শম্বর; **মে**—আমার থেকে; **শৃণুধ্বম্**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে পুরুষপ্রবীর বৃত্রাসুর মনস্বীদের মনোজ্ঞ এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি অসুরবীরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমা! হে ময়, অনর্বা এবং শম্বর! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর এবং পলায়ন করো না।"

শ্লোক ৩২

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্বতঃ
প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ কল্পা ।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং
কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

জাতস্য—যার জন্ম হয়েছে (সমস্ত জীব); **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ধ্রুবঃ**—অবশ্যম্ভাবী; **এব**—বস্তুত; **সর্বতঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **প্রতিক্রিয়া**—প্রতিকার; **যস্য**—যার; **ন**—না; **চ**—ও; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কল্পা**—নির্মিত; **লোকঃ**—স্বর্গলোকে উন্নীত; **যশঃ**—যশ; **চ**—ও; **অথ**—তা হলে; **ততঃ**—তা থেকে; **যদি**—যদি; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অমুম্**—তা; **কঃ**—কে; **নাম**—বস্তুতপক্ষে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ন**—না; **বৃণীত**—গ্রহণ করবে; **যুক্তম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর বললেন—যে সমস্ত জীব এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর প্রতিকারের কোন উপায় এই জড় জগতে কেউ খুঁজে পায়নি। এমন কি বিধাতাও তার প্রতিকারের উপায় বিধান করেননি। সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে যদি ইহকালে যশ এবং পরকালে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কোন্ ব্যক্তি সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না?

তাৎপর্য

কেউ যদি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে যশস্বী হতে পারে, তা হলে এমন মূর্খ কে আছে যে সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও এই উপদেশ দিয়েছিলেন, "হে অর্জুন, এই যুদ্ধ তুমি ত্যাগ করো না। তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর, তা হলে তুমি তোমার রাজ্যসুখ

ভোগ করবে এবং যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হলে তুমি স্বর্গলোক লাভ করবে।" সকলেরই মহান কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মহান ব্যক্তি কুকুর-বিড়ালের মতো মরতে চান না।

শ্লোক ৩৩

দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ
যদ্ ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্
যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

দ্বৌ—দুই; **সম্মতৌ**—(শাস্ত্র এবং মহাজনদের দ্বারা) সম্মত; **ইহ**—এই জগতে; **মৃত্যু**—মৃত্যু; **দুরাপৌ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **যৎ**—যা; **ব্রহ্ম-সন্ধারণয়া**—ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমগ্ন হয়ে; **জিত-অসুঃ**—মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে; **কলেবরম্**—দেহ; **যোগ-রতঃ**—যোগ সাধনায় রত হয়ে; **বিজহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **যৎ**—যা; **অগ্রণীঃ**—পথপ্রদর্শক হয়ে; **বীর-শয়ে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **অনিবৃত্তঃ**—পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে।

অনুবাদ

দুই প্রকার মহিমান্বিত মৃত্যু রয়েছে এবং সেই দুটি অত্যন্ত দুর্লভ। একটি যোগ অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে ভক্তিযোগ, যার দ্বারা মন এবং প্রাণবায়ু সংযত করে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা। অন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে মৃত্যুবরণ করা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।